প্রথম আলো

তারিখ 06 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ক্লাস পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরেছেন। গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তাকর্মীদের মারধরে এক ছাত্র আহত হওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি সড়ক অবরোধ করেন এবং বসুন্ধরা কার্যালয়ে ভাঙচুর চালান। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্র ও শনিবারের ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বসুন্ধরা গ্রুপ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে মৌখিক আলোচনা হয়েছে

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত ছিল স্বাভাবিক। ক্যাম্পাসের আশপাশের চায়ের দোকানসহ যেসব জায়গায় শিক্ষার্থীরা আড্ডা দিচ্ছিলেন, সেসব জায়গায় ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়েই আলোচনা করছিলেন তাঁরা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদিকে জলকামান নিয়ে পুলিশের সতর্ক অবস্থান দেখা যায়।

আগের দিনের ঘোষণা অনুযায়ী উপাচার্য আতিকুল ইসলাম গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লাজা এলাকায় শিক্ষার্থীদের সামনে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যমের কাছে কিছু বলেত চায়নি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে শনিবার দেওয়া একটি নোটিশে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে বলে জানানো হয়। ওই দিন উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, বসুন্ধরা গ্রুপ ও পুলিশের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভার পর ওই নোটিশটি দেওয়া হয় বলে জানান তাঁরা।

নোটিশে বলা হয়েছে, বসুন্ধরা গ্রুপ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে মৌখিক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা অনুযায়ী, আহত শিক্ষার্থীর চিকিৎসার সব ব্যয় বহন করবে বসুন্ধরা গ্রুপ, এ ক্ষেত্রে তাঁকে বিদেশে পাঠাতে হলে তার ব্যয়ও তারা বহন করবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সম্মানহানি হয়, এমন কোনো সংবাদ, নিবন্ধ বা সম্পাদকীয় বসুন্ধরা গ্রুপ গণমাধ্যমে প্রকাশ করবে না। বসুন্ধরা গ্রুপ এবং এর সহযোগীদের বিরুদ্ধে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন বা মিছিল বা কোনো ধরনের 'ডেমনস্ট্রেশন' করবেন না। বুধবার থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে কোনো পক্ষই কোনো মামলা করবে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসুন্ধরা গ্রুপের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ছাত্রদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমলে নেবে না এবং কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থায় যাবে না।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গুলশান বিভাগের উপকমিশনার এস এম মোস্তাক আহমেদ খান *প্রথম আলোকে* বলেন, সবকিছু স্বাভাবিক। অতিরিক্ত পুলিশের উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য তাদের সতর্ক অবস্থান ছিল।